Vol. 33 | No. 2 | 1990

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

মিশরের বাইরে আরবী সাংবাদিকতা-সাহিত্য

Volume	33
Issue	2
Year	1990
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মোঃ আবু বকর সিদ্দীক
Published online	February 1, 1990
DOI	10.62328/sp.v33i2.4
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v33i2.4
Pages	123-151
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

মিশরের বাইরে আরবী সাংবাদিকতা-সাহিত্য

মোঃ আবু বকর সিদ্দীক

বিশ্বে সর্বপ্রথম মুদ্রিত সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় চীনে। আরব ভূমিতে নেপোলিয়ন বোনাপার্টির দ্বারা সংবাদিকতার প্রবর্তন হয়। মিশরকে আরবী সাংবাদিকতার জন্মস্থান বলে আখ্যায়িত করা হয়।[১] মিশরের পর আরবী সাংবাদিকতার শুরু হয় তুরস্কে। ১২৭১/১৮৫৪ সালে লন্ডনে আশ্রয় গ্রহণকারী রিযক আল্লাহ্ হাস্যন আল-হালাবী কনস্টান্টিনোপল থেকে "মিরাত আল্-আহওয়াল (বর্তমান অবস্থার দর্পণ) নামে একটি সাপ্তাহিক রাজনৈতিক পত্রিকা বের করেন।[২] এই সাপ্তাহিকীটি রুশ-তুর্কী যুদ্ধ, সিরিয়া-লেবানন যুদ্ধ এবং উসমানী শাসকদের কার্যকলাপ সমালোচনা করে সংবাদ পরিবেশন করতো। পরিণামে পত্রিকাটি তুর্কী সেন্সরশীপ আরোপের ফলে বন্ধ হয়ে যায়। ১২৭৪/১৮৫৭ সালে "আল-সুলতানা" (সম্রাজ্ঞী) নামে অন্য একটি আরবী পত্রিকা ইস্কান্দার শালহুব কর্তৃক কনস্টান্টিনোপলে প্রকাশিত হয়। ১২৬৭/১৮৫০ সালে তুর্কী সরকারের তত্ত্বাবধানে মাসিক চিকিৎসা সাময়িকী "ওয়াকাই তিব্যিয়া" (চিকিৎসার ঘটনাবলী) তুর্কী ও ফরাসী ভাষায় কনস্টান্টিনোপল থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়।[৩] তুর্কী সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় ১২৭৫/১৮৫৮ সালে আরবী ও ফরাসী ভাষায় খলীল আল-খোরী কর্তৃক "হাদীকাত আল-আফকার" (ভাবের উদ্যান) প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বৈরুতে বসবাসকারী সকল বিদেশী নাগরিককে মহিমান্বিত দরবারের মনোভাব সম্পর্কে অবহিত করা। এরপর ১২৭৭/১৮৬০ সালে "আল-সুলতানা"-এর অনুকরণে আরবী পত্রিকা "আল-জাওয়াইব" লেবাননের সাহিত্যিক আহ্মদ ফারিস আল-শিদইয়াক কর্তৃক কনস্টান্টিনোপল থেকে প্রকাশিত হয়। তুর্কী সরকার এর পৃষ্ঠপোষকতার দায়িত্ব নেয়। আহমদ ফারিস এর কিছুদিন পর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। সুতরাং পত্রিকাটিতে জোরালো ভাবে ইসলামের ভাবমূর্তি তুলে ধরা হয়।

প্রকৃতপক্ষে তুরস্কে আরবী ভাষায় সাংবাদিকতার সূচনা "আল জাওয়াইব" দিয়েই শুরু হয় যা ঊনবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় আরবী পত্রিকা হিসেবে গণ্য হয়। কায়রো, বৈরুত, দামেস্ক, ইরাক ও পশ্চিম আফ্রিকায় এটা বিক্রি হতো। ১২৯৮/১৮৮০ সালে পত্রিকাটি উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে। তবে ১৩০২/১৮৮৪ সালে আহ্‌মদ ফারিসের মৃত্যু হলে তাঁর ছেলে সালীম পত্রিকাটির মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হননি। উল্লেখ্য যে ১২৮৮/১৮৭১ সাল থেকে ১২৯৮/১৮৮১ সালের মধ্যে আল-শিদয়াক "কানয আল-রাগাইব ফী মুনতাখাবাত আল-জাওয়াইব" নামে "আল-জাওয়াইব" পত্রিকার সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ইত্যাদি প্রবন্ধগুলোর একটি সংকলন সাত খণ্ডে প্রকাশ করেন। আজ পর্যন্ত সঙ্কলনটি নিঃসন্দেহে আরবী সাংবাদিকতার কলাকৌশলের ক্ষেত্রে একটি মূল্যবান দলিল হিসেবে পরিগণিত।[৪]

১২৭৭/১৮৬০ সালে চোপান যাদা আগ আফিন্দী নামক একজন তুর্কীর ব্যক্তি মালিকানায় সাপ্তাহিক 'তারজুমান আহওয়াল' (বর্তমান অবস্থার মুখপত্র) সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। আফিন্দী দুরবারে বংশের একজন সদস্য এবং মহিমান্বিত দরবারের অনুবাদ শাখার একজন উচ্চ পদস্থ কর্মচারী ছিলেন। ইব্রাহীম শিনাসীর ন্যায় একজন সাহিত্যিকও পত্রিকাটির সম্পাদনা পরিষদে তাঁর সহকর্মী ছিলেন। পত্রিকাটি প্রকাশিত হলে সার্সিলও সাংবাদিকতায় পদার্পণ করেন। তিনি তাঁর দৈনিক পত্রিকার অনুবাদ "রোয নামাই জারীদা হাওয়াদিস" নামে সপ্তাহে পাঁচ বার প্রকাশ করতে থাকেন। কিছুদিন যাবত সার্সিল ও আফিন্দীর পত্রিকাদ্বয়ের মধ্যে যথেষ্ট প্রতিযোগিতা চলতো। এই সময় প্রত্যেক ক্ষেত্রে সরকারের আধিপত্য বজায় ছিল। ফলে পত্রিকাগুলোও নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে থাকে। অবশেষে "তারজুমান" এর প্রকাশনা সম্ভবতঃ জিয়া পাশার লিখিত একটি প্রবন্ধ ছাপানোর অপরাধে তুর্কী সরকার কর্তৃক বন্ধ করে দেয়া হয়।[৫]

১৩১৭/১৮৯৯ সাল থেকে ১৩৭৫/১৯৫৫ সাল পর্যন্ত মিশরে যখন ইংরেজদের তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয় তখন সুদানে আরবী সাময়িকীর সূচনা হয়। ১৩২১/১৯০৩ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখে একজন মিশরবাসীর সম্পাদনায় এবং ডক্টর ফারিস নিম্রের ব্যবস্থাপনায়

সুদান থেকে সর্বপ্রথম আরবী পত্রিকা "আল-সুদান" প্রকাশিত হয়। পরবর্তী ত্রিশ বছরে আরো চার/পাঁচটি আরবী পত্রিকা এখান থেকে প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে 'হাদারাত আল সুদান' (সুদানের সংস্কৃতি) সবচেয়ে বেশী সফলতা অর্জন করে। ১৩৩৮/১৯১৯ সাল থেকে ১৩৫৭/১৯৩৮ সাল পর্যন্ত প্রায় ৩০ বছর পত্রিকাটির প্রকাশনা অব্যাহত থাকে। এই সময় সুদানের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দিন দিন বাড়তে থাকলে আরো কয়েকটি আরবী পত্রিকা সেখান থেকে প্রকাশিত হয়। বেশীর ভাগ পত্রিকায় রাজনৈতিক সমালোচনা ও মতামত ব্যক্ত করা হতো। ১৩৭৮/১৯৫৮ সালে সুদান থেকে প্রকাশিত মোট পঁয়ত্রিশটি আরবী সংবাদ-পত্রের অধিকাংশই দৈনিক এবং সাপ্তাহিক ছিলো। তবে সেখানে ১৩৫৪/১৯৩৫ সাল থেকে ১৩৬৫/১৯৪৫ সালের মধ্যে পাঁচটি এবং ১৩৬৬/১৯৪৬ সাল থেকে ১৩৭৫/১৯৫৫ সালের মধ্যে আরো বিশটি পত্রিকার ভিত্তি স্থাপিত হয়। অবশিষ্ট পত্রিকাগুলো সুদানের অপর প্রজাতন্ত্রের অধীনে প্রকাশিত হয়। তবে ১৩৭৮/১৩৫৮ সালের নভেম্বর মাসে সুদানে সামরিক শাসন প্রবর্তিত হলে সেখানকার সাংবাদিকতার স্বাধীনতা সামরিক সরকার কর্তৃক হরণ করা হয়।[৬]

১২৮৬/১৮৬৯ সালে প্রকাশিত সাপ্তাহিক "আল-বাশীর" (সুখবর প্রদানকারী) ছাড়া মূলতঃ বৈরুত থেকে কোন আরবী পত্রিকা প্রকাশিত হয়নি, এর প্রকাশনার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলো ইহুদী সম্প্রদায়, বর্তমান সময় পর্যন্ত পত্রিকাটির প্রকাশনা অব্যাহত রয়েছে। এর পূর্বে বুতরুস আল-বস্তানী ১২৭৭/১৮৬০ সালে "নাফীর আল-সূরিয়া" (সিরিয়ার দল) নামে একক সাধারণ পত্রিকা প্রকাশ করেন। তিনি ১২৮৭/১৮৭০ সালের মাঝামাঝি সময়ে সর্ব সাধারণের মতামত যাচাই-এর উদ্দেশ্যে এবং জাতীয় সাহিত্যের প্রতি জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার নিমিত্তে ত্রৈমাসিক "আল-জান্নাত" (স্বর্গ) প্রকাশ করেন। তাঁর ছেলে সালীম 'আল-বুস্তানী ১৮৮৬ সালের ৭ই জুলাই পর্যন্ত পত্রিকাটির প্রকাশনা চালু রাখেন। পত্রিকাটি জনগণের কাছে এতবেশী গ্রহণযোগ্য ছিল যে, লেবাননে "জান্নাত" শব্দটি সংবাদপত্রের অপর নাম হিসেবে ধরা হতো। আল-বুস্তানী পরে "আল-জুনায়না" প্রকাশ করেন, যা মাত্র তিন বছর চালু থাকে। তিনি পরে "আল-জানান" পত্রিকাটিও প্রকাশ করেন।[৭]

বৈরুতের মুসলমানরা ও খ্রীস্টানদের চেয়ে পেছনে ছিলেন না। তাঁরা ১২৯১/১৮৭৪ সালে সাপ্তাহিক "সামারাত আল-ফুনূন" (কলা শিল্পের ফল)-এর ভিত্তি স্থাপন করে। নব্য তুর্কীদের বিপ্লব পর্যন্ত পত্রিকাটির প্রকাশনা নিয়মিত ছিলো। পরে পত্রিকাটির নাম "আল ইত্তিহাদ-উসমানী" (উসমানী ঐক্য) রাখা হয়। পত্রিকাটির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে একদিকে এর আর্থিক অবস্থা ছিলো দুর্বল এবং অন্যদিকে এর প্রবন্ধকারগণ ছিলেন পুরাতন পন্থী। ফলে নিজেদের মর্যাদা ও প্রাধান্য বজায়ের উদ্দেশ্যে তাঁরা গদ্য সাহিত্যে পাণ্ডিত্য ও বাগ্মিতার আশ্রয় নেন। একই বছর "আল-তাকাদ্দুম" (অগ্রসর) পত্রিকার ভিত্তি স্থাপন করা হয়। পত্রিকাটিতে উন্নতির সাহায্য করার এবং দেশের পশ্চাদকামী শক্তির বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার উদাত্ত আহবান জানানো হয়। এর প্রবন্ধকার-দের মধ্যে আদীব ইসহাকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। ১২৯৪/১৮৭৭ সালে (১৮ই অক্টোবর) বুতরুস আল-বুস্তানীর জামাতা খলীল সারকীস দৈনিক "লিমান আল-হাল" (বর্তমান অবস্থার মুখপাত্র) প্রথম সংখ্যা প্রকাশ করেন। পত্রিকাটি সম্ভবতঃ "আল-জান্নাত"-এর সাহায্যকারী ছিলো। তবে পত্রিকা দুটো রাজনীতির সাথে তেমন সম্পর্ক রাখতো না। সরকারের মদদপুষ্ট এই পত্রিকাদ্বয়ে আনন্দহীন ঘটনা-বলী স্থান পেতো। তবে "লিসান আল-হাল" এর বেশীর ভাগ দৃষ্টিভঙ্গি বিজ্ঞান ও সামাজিক বিষয়ের উপর ছিলো। ফলে উসমানী সরকারের সাথে এর সংঘর্ষের কারণে কয়েক মাসের জন্য এর প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। যদিও এই সময় সারকীস "আল-মিসকাত" (প্রদীপ) নামে আরো একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন, তবুও তিনি "লিমান আল-হাল" প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকেননি। তিনি লেবাননের সাংবাদিকতার জগতে একজন বড় সাংবাদিক হিসেবে চিহ্নিত হন।[৮]

১২৯৮/১৮৮০ সালে লেবাননে মেরোনাইট নামে একটি নতুন সাহিত্য গোষ্ঠীর আবির্ভাব হয়। তারা রোমান ক্যাথলিক (রোমের পোপের কর্তৃত্ব স্বীকারকারী খ্রীস্টান সম্প্রদায়) পরিষদের ক্ষমতা প্রতিহত করার জন্য "আল-মিসবাহ" (বাতী) নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। অন্যদিকে প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রীস্টানদের (মূলতঃ মার্টিন লুথারের অনুগামী এবং রোমের পোপের কর্তৃত্ব অস্বীকারকারী খ্রীস্টান সম্প্রদায়) পৃষ্ঠ-পোষকতায় "কাওকাব আল-সুবহ" (ভোরের তারকা), "আল-মুনীর"

(উজ্জ্বল) ও আল-নাশর আল-উস'বূঈয়্যা" (সাপ্তাহিক প্রকাশনা) নামে তিনটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এরপর গ্রীক ধর্মীয় মতবাদ অবলম্বনে গোঁড়া ক্লিসাকাও "আল-হাদইয়া" (উপঢৌকন) নামে অন্য একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৩০৩/১৮৮৫ সালে সাপ্তাহিক "বাইরুত" আত্মপ্রকাশ করে। অন্যান্য পত্রিকার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার উদ্দেশ্যে "বাইরুত"কে সরকারী অনুদান সরবরাহ করা হয়, যা সংবাদ পত্রের জগতে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। তবে "বাইরুত" পত্রিকাটি "সামারাত আল-ফুনূন"-এর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলো। ১৩০৬/১৮৮৮ সালের (মার্চ মাসে) যখন বৈরুত নগরীকে লেবাননের রাজধানী বানানো হয় তখন "বাইরুত আল-রাসমিয়্যা" (চিরাচরিত বৈরুত) নামে একটি সরকারী পত্রিকা চালু করা হয়। সুতরাং ত্রয়োদশ/উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে বৈরুত থেকে ৯টি এবং লেবাননের অন্যান্য শহর থেকে ৩টি সাময়িকী প্রকাশিত হতে থাকে।[৯]

একই যুগে "লিসান আল-হাল" ব্যতিরেকে আরো অনেক উন্নতমানের দৈনিক পত্রিকা লেবানন থেকে প্রকাশিত হয়। যেমন, "সাদা লুবনান" (লেবাননের প্রতিধ্বনি), ১৩১৮/১৯০০ সালে "আল-বালাগা" (যোগাযোগ) ১৩২৮/১৯১০ সালে "আল-বায়রাক" পতাকা এবং সাপ্তাহিক "যাইল আল-ফাতাত" (বাতিল অংশগুলো) ১৩২৮/১৯১০ সালে প্রকাশিত হয়। এর পরও লেবাননে আরবী সাংবাদিকতার উন্নতির ধারা অব্যাহত থাকে। ফরাসী মিশনের সময়েও বেশ কয়েকটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এদের মধ্যে কিছু কিছু পত্রিকা আজো বের হচ্ছে। যেমন, "আল-আহবরে" (স্বাধীন প্রগতিশীল) ১৩৪২/১৯২৩ সালে, "আল-শারক" (প্রাচ্য) ১৩৪৫/১৯২৬ সালে, "আল-তাহার" (দিন) ১৩৫২/১৯৩৩ সালে, "আল-ইত্তিহাদ আল-লুববানী" (লেবাননের ঐক্য) ১৩৫২/১৯৩৩ সালে, "আল-রুয়্যাদ" (অগ্রগামী) ১৩৫৩/১৯৩৪ সালে, "বৈরুত" (বৈরুত) ১৩৫৫/১৯৩৬ সালে, "আল-নিদাল"(সংঘর্ষ) ১৩৫৫/১৯৩৬ সালে, "আল-ইয়াওম" (আজকাল) ১৩৫৬/১৯৩৭ সালে, "রাকীব আল-আহওয়াল" (অবস্থার প্রহরী) ১৩৫৮/১৯৩৯ সালে এবং সবশেষে পেলানজিস (প্রাচীন গ্রীকদের পদাতিক বাহিনী)-দের পত্রিকা "আল-আমল" (কাজ) ১৩৫৮/১৯৩৯ সালে প্রকাশিত হয়।[১০]

১৩৬০/১৯৪১ সাল থেকে বিশেষ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে লেবাননে আরবী সংবাদপত্র ও সাময়িকীর সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। ১৩৬৬/১৯৪৬ সালে লেবাননের আরবী সংবাদিকতা যেই পর্যায় অতিক্রম করছিল তার সঠিক জরিপের দ্বারা বুঝা যায় যে এই সময়ে লেবানন থেকে ২৯টি দৈনিক পত্রিকা এবং ২৫টি সাময়িকী আরবী ভাষায়, বৈরুত থেকে এবং ১৬টি অন্যান্য সাময়িকী দেশের অন্যান্য শহর থেকে আরবী ভাষায় প্রকাশিত হতে থাকে। ১৩৭৬/১৯৫৬ সালে লেবাননে ২৭টি আরবী দৈনিক ও ৩৭টি আরবী সাময়িকী প্রকাশিত হতো। পত্রিকা বৃদ্ধির কারণ হিসাবে বলা যায় যে, তখন লেবাননের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থার খুব অবনতি ঘটে এবং সেখানকার সংবাদপত্রগুলো যথেষ্ট স্বাধীনতা অর্জন করে। লেবাননের অভ্যন্তরীণ জেলা সমূহে ১৮টি সাময়িকী ও উল্লিখিত সংখ্যার আওতায় আনা যেতে পারে। এদের মধ্যে রয়েছে আরমেনীয় ও ইংরেজী ভাষায় দুটি করে এবং ফরাসী ভাষায় ১০টি দৈনিক পত্রিকা। ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকাগুলোর মধ্যে রয়েছে L' Orient ১৩৪৩/১৯২৪ সালে, La Revue du Liban ১৩৪৭/১৯২৮ সালে এবং Le Jour ১৩৫৩/১৯৩৪ সালে ; এই পত্রিকাগুলো ফরাসী মিশনের যুগে প্রকাশিত হয়। এদের সাত থেকে আট হাজার সার্কুলেশন দেশের চাহিদর চেয়ে অনেক বেশী ছিলো। ১৩৪৭/১৯২৮ সালে Le Commerce du Levant-এর ব্যাপক প্রকাশনা জীবন ও পুঁজিবাদী বিষয়বস্তুর উপর নির্ভরশীল ছিলো।[১১]

সিরিয়ায় 'আরবী সাংবাদিকতার সূপ্রপাত হয় ১২৭৫/১৮৫৮ সালে খলীল আল-খূরী কর্তৃক বৈরুতে 'হানীকাহ্ আল-আখবার" (সংবাদের উদ্যান) পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে। এই পত্রিকা প্রথমে "আল-ফাজর আল-মুনীর" (উজ্জ্বল প্রভাত) নামে প্রকাশিত হতো এবং কোন 'আরব দেশ থেকে প্রকাশিত এটাই ছিলো প্রথম আরবী সংবাদপত্র। এর আগে সকল আরবী পত্রিকা তুরস্ক থেকে প্রকাশিত হতো। "হাদীকাহ্" সিরিয়ার একমাত্র পত্রিকা ছিল যা ফুয়াদ পাশা ১২৭৭/১৮৬০ সালে ঘটিত সংকটের রিপোর্ট ও প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেন। ফ্রাংকো পাশা এটাকে অফিসিয়াল জার্নাল হিসেবে উত্তীর্ণ করেন এবং "লুবনান" পত্রিকার বন্ধ ঘোষণা মূলতবী রাখেন। হাদীকা আল-আখবার পত্রিকাটি বেসরকারী উদ্যোগে ১৩২৯/১৯১১ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত

হয়। ১২৭৭/১৮৬০ সালে বাত্রুস আল-বোস্তানী (১২৩৫/১৮১৯–১৩০১/১৮৮৩) "নাফীর আল-সূরিয়্যা" (সিরিয়ার তূর্যধ্বনি) নামে একটি ক্ষুদ্র সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। বাতরুস এই পত্রিকার মাধ্যমে মুসলমান ও খ্রীস্টানদের মন থেকে ঘৃণা ও প্রতিহিংসা আপনোদনের ও তাদের মধ্য থেকে সাম্প্রদায়িক সংঘাত দূর করার যথেষ্ট চেষ্টা করেন। এবং ১২৭৭/১৮৬০ সালে মুসলমান ও খ্রীস্টানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে উভয় সম্প্রদায়ের অভাবিত দুর্ভোগ ও আর্থিক ক্ষতির পর তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বোধের বীজ বপন করেন। একই বছরে তাঁর পুত্র সালীম আল-বোস্তানী (১২৬৪/১৮৪৭—১৩০২/১৮৮৪) "আল-জান্নাত" (স্বর্গ) নামে একটি পত্রিকা বের করেন। ১২৮৩/১৮৬৬ সালে আমেরিকানরা "আল-নুসরাহ্" (সাহায্য) নামে একটি ধর্মীয়-রাজনৈতিক পত্রিকা প্রকাশ করে। বর্তমানে পত্রিকাটির নাম ও প্রকাশনার ধরন পরিবর্তন করা হলেও এর প্রচার সংখ্যা অক্ষুণ্ণ থাকে। চার বছর পর খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের "আল-বাশীর" (সুখবর প্রদানকারী) পত্রিকা উপরোক্ত "আল নুসরাহ্" পত্রিকার সাথে একীভূত হয়ে প্রকাশিত হয়, যা সামাজিক ও রাজনৈতিক সংবাদ প্রকাশে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। ১৩৬৭/১৯৪৭ সালে পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। ১২৮৭/১৮৭০ সালে বৈরুতে সর্বপ্রথম "আল-জুনায়ানা" (ক্ষুদ্র বাগান) নামে একটি আরবী দৈনিক পত্রিকা সালীম বোস্তানী কর্তৃক প্রকাশিত হয়। পরবর্তী বছর ১২৮৮/১৮৭১ সালে কাওকাব আল-সব্হ আল-মুনীর (উজ্জ্বল প্রভাতের নক্ষত্র) ও "আল-নাজাহ" (পরিত্রাণ) নামে আরও দুইটি পত্রিকার প্রকাশনা শুরু হয়। ১২৯২/১৮৭৫ সাল থেকে প্রকাশিত অন্য একটি বিখ্যাত পত্রিকা "সামারাত-আল-ফুনূন" (শিল্পকলার ফল) আজও প্রকাশিত হচ্ছে। এটা সিরিয়ায় প্রতিষ্ঠিত সর্বপ্রথম ইসলামী পত্রিকা। অন্যতম প্রাচীন পত্রিকা যার প্রকাশনা এখনো অব্যাহত আছে তা হলো "লিসান আল-হাল" (বর্তমান অবস্থার মুখপত্র) পত্রিকাটি ১২৯৪/১৮৭৭ সালে খলীল সারকীস কর্তৃক বৈরুতে প্রতিষ্ঠিত ও প্রকাশিত হয়। অন্যান্য বিখ্যাত পত্রিকার মধ্যে "আল-মুক্তাবাস" যা পরে "আল-কাবাস" (অগ্নিস্ফুলিঙ্গ) নামে প্রকাশিত হয়; আলিফবা', ফাতা আল-আরব, সুরিয়া (১২৮২/১৮৬৫), আল-ফুরাত (১২৮৪/১৮৬৭), লুবনান (১২৮৪/১৮৬৭),

আলতাকাদ্দুম (১২৯১/১৮৭৪) ও আল-মিস্‌বাহ (১২৯৮/১৮৮০, নিকোলা আল-নাককাশ কর্তৃক সিরিয়ায় প্রতিষ্ঠিত) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।[১২]

সংবাদপত্র ছাড়া মিশরের মত সিরিয়াতেও আরবী সাময়িকী প্রকাশিত হয়। অন্যতম বিখ্যাত ও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সাময়িকী ছিলো "আল-জানান" (উদ্যান পালক) ১২৮৭/১৮৭০ সালে বাত্‌রুস আল-বোস্তানী বৈরুতে এই রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক পর্যালোচনা সম্পর্কিত পাক্ষিক পত্রিকাটি বের করেন। জর্জ এন্টোনিয়াসের লিখিত Arab Awakening-এর ভাষায় "এই পত্রিকাটির প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল আরব জনগণের জাতীয় কল্যাণের স্বার্থে গোড়ামীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা এবং তাদের মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত করা।" একই বছরে "আল-নাহ্‌লাহ্‌" ও "আল-জা'বাহ্‌" নামে অন্য দুইটি সাময়িকী যথাক্রমে বৈরুত ও দার'উন (লেবানন) থেকে প্রকাশিত হয়। ১২৯৩/১৮৭৬ সালে ইয়া'কূব ও সাররুফ ও ফারিস নিয়ার কর্তৃক বৈরুতে "আল-মুক্‌তা-তাফ" নামে একটি সাময়িকী প্রতিষ্ঠিত ও প্রকাশিত হয়, যা ইতিপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। আরো বলা হয় যে, দশ বছর পর পত্রিকাটি প্রকাশনা স্থান পরিবর্তন করে মিশর থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। "আল-তাবীব" (চিকিৎসক) নামে অন্য একটি সাময়িকী এখনো বের হচ্ছে যা ১২৯৪/১৮৭৭ সালে বৈরুত থেকে প্রকাশিত হয়।[১৩]

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১২৮২/১৮৬৫ থেকে ১২৮৩/১৮৬৬ সালের মধ্যে দামেশ্‌ক ও আলেপ্পো থেকে ধারাবাহিক ভাবে আরবী ও তুর্কী ভাষায় উসমানী সরকারের পক্ষ থেকে সর্বপ্রথম "আল-সূরিয়া" (সিরিয়া) এবং "আল-ফুরাত" (ফুরাত নদী) নামে দুটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে তুর্কী সাংগঠনিক ব্যবস্থা-পনায় সুবিন্যস্তভাবে পত্রিকাগুলো প্রকাশিত হয়। রাষ্ট্রীয় নির্দেশ মোতাবেক প্রত্যেক প্রাদেশিক সরকারকে একটি করে পত্রিকা বের করতে হয়। ফলে পত্রিকাগুলোর প্রকাশনা আরবী ও তুর্কী এই দুই ভাষায় ছিলো। এরপর প্রকাশিত দুটি আরবী পত্রিকার মধ্যে অন্যতম পত্রিকা "দামাশ্‌ক" (দামেস্ক) ১২৯৭/১৮৭৯ সালে তুর্কী সরকার কর্তৃক প্রকাশিত হয়। অপর পত্রিকাটি হলো "মিরাত আল-আখলাক" (চরিত্রের দর্পণ) যা ১৩০৪/১৮৮৬ সালে প্রকাশিত হয়। ১৩১৪/১৮৯৬ সালে দামেস্ক থেকে

"আল-শাম" (সিরিয়া নামে) একটি স্বাধীন রাজনৈতিক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। আলেপ্পো থেকে ১৩১১/১৮৯৩ সালে সাপ্তাহিক "আল-শাহবা" (আলেপ্পোর বাগ্ধারা) এবং ১২৯৭/১৮৭৯ সালে "আল-ইতি'দাল" (মধ্যম পন্থা) প্রকাশিত হয়। ত্রিপলী থেকে ১৩১০/১৮৯২ সালে "আল-শাম" (সিরিয়া) নামে অন্য একটি সাপ্তাহিক আরবী পত্রিকাও প্রকাশিত হয়।[১৪]

লেবাননের ন্যায় সিরিয়াতেও আরবী সংবাদপত্রের প্রকাশনা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ও বিপদজনক ছিলো। বিশেষ করে সরকারের কোন পদক্ষেপের সমালোচনার জন্য পত্রিকার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হতো। এর ফলে লেবাননীয় সিরিয়ানদের বেশ কয়েকজন সাংবাদিককে মিশরে আশ্রয় নিতে বাধ্য করা হয়। ফরাসী মিশনের কাজ চলাকালীন অবস্থায় দামেস্কে আরবী সাংবাদিকতা ব্যাপক প্রসার লাভ করে এবং সেখান থেকে উল্লেখযোগ্য হারে পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। তবে এদের সার্কুলেশন অত্যন্ত সীমিত ছিলো। ১৩৫৮/১৯৩৯ সালে ৯টি আরবী এবং দুটি ফরাসী দৈনিক পত্রিকা সেখান থেকে প্রকাশিত হয়। এছাড়া কমবেশী দামেস্ক থেকে আরবী সাময়িকীও বের হতো। তবে পত্রিকা ও সাময়িকীর সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় খুব বেশী ছিলো। এবং বৈরুতের ন্যায় এদের কোন মালিকানা ছিলো না। এতদসত্ত্বেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সিরিয়ায় আরবী পত্র পত্রিকার সংখ্যা বেড়ে যায়। ১৩৬৬/১৯৪৬ সালে ১৯টি দৈনিক পত্রিকা দামেশ্ক থেকে, ৭টি আলেপ্পো থেকে, এবং ১টি হামাত থেকে বের হয়। এর সাথে ৩টি আরবী সাময়িকীও দামেশ্ক থেকে প্রকাশিত হয়। ১৩৭৬/১৯৫৬ সালে প্রকাশিত "আলিফ বা" (আরবী বর্ণমালা আলীফ বা) ও "আল আইয়্যাম" (যুগ) পত্রিকা দুটি মধ্যমপন্থী ছিলো। তাছাড়া সিরিয়ার জাতীয় দল (National Party) কর্তৃক প্রকাশিত পত্রিকাগুলির মধ্যে ছিলো "আল-কাবাস" (জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ড) ১৩৪৭/১৯২৮ সালে, "আল-আখবার" (সংবাদ) ১৩৪৭/১৯২৮ সালে এবং "আল ইনশা" (রচনা) ১৩৫৫/১৯৩৬ সালে। এসব গৌরবোজ্জ্বল দৈনিক পত্রিকা ছাড়াও আরও ১৫টি সংবাদপত্র দামেস্ক থেকে প্রকাশিত হয়। পত্রিকাগুলো বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের চিন্তাধারা প্রকাশ করতো। এভাবে সেখান থেকে

প্রায় অর্ধ ডজন সাময়িকীও প্রকাশিত হয়। সিরিয়ার অন্যান্য অঞ্চল থেকে প্রায় ১০টি স্বতন্ত্রধর্মী আরবী পত্রিকা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মুখপত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এই প্রসংগে ১৩৪৭/১৯২৮ সালে ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত আলেপ্পোর স্বাধীনচেতা পত্রিকা I' Eclair du Nord-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পরে এই পত্রিকাটি ১৩৬৫/১৯৪৫ সালে "বারক আল-শিমালী" (প্রাচ্যের ঝলক) নামে প্রকাশিত হয়।[১৫]

মিশর, সিরিয়া ও লেবাননের তুলনায় ফিলিস্তিনে আরবী সাংবাদিকতার অগ্রগতি মন্থর ছিলো এবং সেখানে এর বিকাশ দেরীতে হয়। তবে উসমানী-ফিলিস্তিনে সিরিয়া ও লেবানন থেকে প্রকাশিত পত্রিকাগুলো চালু ছিলো। খ্রীস্টান মিশনারী গোষ্ঠীর পরিচালনাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-গুলো থেকে প্রকাশিত কয়েকটি সংবাদপত্র বাদ দিলে "আল-কারমাল" (পর্বতের নাম)-ই হলো আরবী ভাষায় প্রথম ফিলিস্তিনী সংবাদপত্র। পত্রিকাটি ১৩২৬/১৯০৮ সালে নাজীব নাস্যার নামক একজন গোঁড়া খ্রীস্টান কর্তৃক হাইফ্‌াহ থেকে প্রকাশিত হয় এবং ১৩৬১/১৯৪২ সাল পর্যন্ত চালু থাকে। ১৩৩০/১৯১১ সাল থেকে ঈসা আল-ঈসা নামক অন্য একজন গোঁড়া খ্রীস্টান জাফা থেকে "ফালাসতীন" (ফিলিস্তিন) পত্রিকাটি প্রকাশ করতে থাকেন। পত্রিকা দুটি কোন নিয়ম নীতি ব্যতিরেকেই প্রকাশিত হতো যা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সরকারের নির্দেশ-ক্রমেই বন্ধ হয়ে যায়। যুদ্ধ শেষে "ফালাস্‌তীন" পত্রিকাটি আরবী ভাষায় প্রতিদিন ১৩৪৮/১৯২৯ সাল থেকে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। তবে ১৩৮৭/১৯৬৭ সাল থেকে বায়তুল মুকাদ্দাসের একটি পুরাতন শহর থেকে পত্রিকাটি এখনো প্রকাশিত হচ্ছে। ফিলিস্তিন থেকে প্রকাশিত দ্বিতীয় দৈনিক পত্রিকা হলো "আল-সিরাত আল মুস্তাকীম" (সরল পথ) যা ১৩৪৪/১৯২৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৩৪৮/১৯২৯ সাল থেকে শায়খ আবদুল্লাহ আল-কালকীলীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হচ্ছে। ইব্রাহীম আল-শানতী কর্তৃক সম্পাদিত দৈনিক "আল-দিফা" (প্রতিরোধ) আরবী ভাষায় ১৩৫৩/১৯৩৪ সালে প্রকাশিত হয়। শেষে পত্রিকা দুটি মুসলমানদের সম্পাদনায় ও মালিকানাধীন ছিল। প্রথম পত্রিকাটির বিষয়বস্তু সরাসরি ইসলামী ভাবাদর্শমূলক এবং দ্বিতীয়টি আরব জাতীয়তাবাদের মুখপত্র ছিলো। তবে দ্বিতীয় পত্রিকাটির সম্পর্ক

ইসতিকলাল পার্টির সাথে থাকলেও পরবর্তীতে তা হোসাইনী সম্প্রদায়ের নেতৃত্বে চলে যায়। ১৩৮৭/১৯৬৭ সালে সংঘটিত আরব-ইসরাইল যুদ্ধ পর্যন্ত এই পত্রিকাটি বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে প্রকাশিত হয়। সাপ্তাহিক "আল-ওয়াহ্‌দা (একতা) ১৩৬৫/১৯৪৫ সালে আত্মপ্রকাশ করে এবং পররর্তী সালে তা দৈনিক পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হতে থাকে। ফিলিস্তিন থেকে আরো কয়েকটি নতুন জার্নাল বের হয়। এদের মাধ্যমে ব্রিটিশ মিশনারী ও ইহুদীদের মাতৃভূমি আন্দোলনের বিরুদ্ধে আরবদের কর্মসূচীর বিবরণ দেয়া হতো। এদের মধ্যে আরিফ আল-আরিফ ও মুহাম্মদ আল হাসান বুদায়রী কর্তৃক সম্পাদিত সুরিয়া আল-জুনূবিয়া (দক্ষিণ সিরিয়া) এবং বুলুস শাহাদা কর্তৃক সম্পাদিত মিরাত আল-শার্‌ক (প্রাচ্যের দর্পণ) উল্লেখযোগ্য। এই জার্নাল দুটি ১৩৩৮/১৯১৯ সালে আত্মপ্রকাশ করে এবং অল্প কিছুদিন চালু থাকে। এরপর ১৩৪০/১৯২১ সালে আরব প্রশাসনের মুখপত্র ও মুহাম্মদ কামিল আল-বুদায়রী এবং ইউসুফ ইসাসীন কর্তৃক সম্পাদিত "আল-সাবাহ" (প্রভাত) প্রকাশিত হয়।[১৬]

১৩৪৯/১৯৩০ সাল থেকে ১৩৭০/১৯৫০ সালের মধ্যে ফিলিস্তিন আরবী সাময়িকী, বিশেষ করে রাজনৈতিক ও পাক্ষিক পত্রিকাগুলো যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে। মিশরীয় সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলির অনুকূলে কোনো কোনো ফিলিস্তিনী পত্রিকায় পাঠকদের জন্য রাজনৈতিক মতামত, নাটক সম্পর্কীয় প্রবন্ধ, ছায়াছবি বিষয়ক সংবাদ এবং কৌতুক-বিষয়ক রচনাবলী প্রকাশিত হতো। এতে কখনো কখনো সচিত্র প্রতিবেদনও ছাপানো হতো। ফলে, সমাজতন্ত্র তথা সমাজতান্ত্রিক মতবাদের মুখপত্র সাপ্তাহিকী "আল-ইত্তিহাদ" (একতা) ১৩৬৪/১৯৪৪ সালে এবং পাক্ষিক "আল-গাদ" (আগামী কাল) ১৩৩৯/১৯২০ এর দশকে অনিয়মিতভাবে এবং ১৩৬৫/১৯৪৫ সালে নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হয়। অবশিষ্ট পত্রিকা ও সাময়িকীগুলি আরব জাতীয়তাবাদের মুখপত্র ও আরব নেতৃত্বের রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিনিধিত্বকারী ছিলো। আরবী ব্যতীত অন্য কোন ভাষায় কোন সংবাদ-পত্র বের হলে তা ইহুদী সম্প্রদায়ের তত্ত্বাবধানে থাকত। হিব্রু থেকে প্রথম জার্নাল Havaseleth (হোসলাচ) এর ভিত্তি ১২৮৮/১৮৭১ সালে বায়তুল মুকাদ্দাসে স্থাপিত হয়। হিব্রু ও অন্যান্য ভাষায় এরপর বেশ কয়েকটি ইহুদী পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

ফিলিস্তিনে সাংস্কৃতিক মিশনের সমাপ্তি ঘটলে জর্দান থেকে আরবী ভাষায় বহুল প্রচারিত ফিলিস্তিনী জার্নাল প্রকাশিত হতে থাকে। যেসব পত্রিকার সার্কুলেশন বন্ধ ছিলো তা আবার চালু হতে থাকে। Middle East জার্নাল এর বর্ণানুসারে ১৩৮১/১৯৬১ সালে বায়তুল মুকাদ্দাস ও আম্মান থেকে সাতটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বের হয় এবং আরবী ও ইংরেজীতে ১৪টি সাময়িকী প্রকাশিত হয়। একই উৎস থেকে দেখা যায় যে, ইসরাইল সম্প্রদায় কর্তৃক আরবী দৈনিক ও ৬টি আরবী সাময়িকীও প্রকাশিত হয়।[১৭]

স্বাধীনচেতা উসমানী শাসক মদহাত পাশা ১২৮৫/১৮৬৮ সালে ইরাকের বাগদাদ নগরীতে সর্বপ্রথম আরবী পত্রিকা "আল-যাওর" (বাগদাদ) এর ভিত্তি স্থাপন করেন। পরে পত্রিকাটি আরবী ও তুর্কী উভয় ভাষায় প্রকাশিত হয়। সরকারের কর্মকাণ্ডের সমর্থন ছাড়াও সরকারী ঘোষণা সহ সাধারণ সংবাদ পরিবেশন করাই ছিলো এই পত্রিকার উদ্দেশ্য। ১২৯২/১৮৭৫ সালে ইরাক সরকার মূসিল থেকে "আল-মাওসিল (মূসিল জিলা) এবং ১৩১৩/১৮৯৫ সালে বস্‌রা থেকে "আল-বাসরা" পত্রিকা প্রকাশ করে। ১৩২৬/১৯০৮ সালে ইরাকে সংসদীয় শাসনের প্রবর্তন হলে কয়েকটি আরবী পত্রিকা সেখান থেকে প্রকাশিত হয়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : "বাগদাদ" (বাগদাদ), ১৩২৬/১৯০৮ সালে ; "আল-রাকীব" (প্রহরী), ১৩২৭/১৯০৯ সালে ; "বাইন আল-নাহ্‌রাইন" (দুই নদীর মাঝে), ১৩২৭/১৯০৯ সালে—আরবী ও তুর্কী ভাষায় ; "আল-রিয়াদ" (উদ্যান), ১৩২৮/১৯১০ সালে ; "আল-রুসাফাহ" (রুসাফা মহল্লা), ১৩২৮/১৯১০ সালে এবং "আল-নাহদা" (রেনেসাঁ), ১৩৩২/১৯১৩ সালে। ইংরেজ মিশনারীদের তত্ত্বাবধানে এখান থেকে বেশ কয়েকটি নতুন নতুন আরবী পত্রিকা প্রকাশিত হয়, যেমন—"আল-ওয়াকাই 'আল-ইরাকিয়্যা" (ইরাকী ঘটনাবলী), "আল-মাওসিল" (মূসিল জেলা), "আল-ইরাক" (ইরাক) ও "আল-শারক" (প্রাচ্য)। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ইরাকে যে সব রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব ঘটে তাদের প্রত্যেকের নিজস্ব পত্রিকা ছিলো। ফলে ১৩৭৮/১৯৫৮ সালের (১৪ই জুলাই) বিপ্লব পর্যন্ত ইরাকের প্রত্যেক শহরে কার্যত একটি করে দৈনিক অথবা সাপ্তাহিক আরবী পত্রিকা প্রকাশিত হতো।[১৮]

১২৯৪/১৮৭৭ সালে আরব উপদ্বীপের সর্বপ্রথম আরবী পত্রিকা 'সান্‌আ" (সান্‌আ নগরী) প্রকাশিত হয় যা উসমানী শাসনের অন্যান্য পত্রিকার

ন্যায় আরবী ও তুর্কী উভয় ভাষাতে প্রকাশিত হতো। ১৩২৬/১৯০৮ সালে মক্কা থেকে "আল-হিজায" (হিজায নগরী) প্রকাশিত হয়। সরকারী সাপ্তাহিক পত্রিকা "উম আল-কোরা (মক্কা নগরী) প্রতিনিধিত্বকারী আরবী পত্রিকাটিও সেখান থেকে প্রকাশিত হয়। মক্কা থেকে সাপ্তাহিকী "আল-বিলাদা আল--সুউদিয়্যা" (সউদী রাষ্ট্র) প্রতি সপ্তাহে দুইবার ও মদীনা থেকে "অল-মদীনা" (মদীনা নগরী) এবং মক্কা থেকে মাসিক "আল হাজ্জ" (হজ্জ) প্রকাশিত হতো। ১৩৭৩/১৯৫৩ সালে সংস্কার ধর্মী পত্রিকা "আল-রিয়াদ" জিদ্দা থেকে প্রকাশিত হয়। তবে পরে ইখওয়ান দলের বিরোধিতার কারণে পত্রিকাটির প্রকাশনা স্থগিত রাখতে হয়। এডেনের নতুন বসতী থেকে ৬টি আরবী পত্রিকা বের হয়। এর মধ্যে "আখবার আল-মদীনা" (মদীনার সংবাদ) এবং "ফাতাত আল-জাযীরা" (উপদ্বীপের রমণী) উল্লেখযোগ্য। কুয়েতের গুরুত্বপুর্ণ আরবী পত্রিকা হলো "আল-কুয়েত আল-ইয়াত্তম (আজকের কুয়েত) যা ১৩৭৫/১৯৫৫ সাল থেকে প্রকাশিত হয়। তবে কুয়েত থেকে "আল-অসালী" (ঈষৎ পিঙ্গল) নামে সরকারী একটি মাসিক সচিত্র আরবী পত্রিকাও প্রকাশিত হয়।[১৭]

উত্তর আফ্রিকার আলজেরিয়াতে আরবী সাংবাদিকতার প্রথম সূচনা হয়। যদিও বর্তমানে আলজেরিয়া আরবী সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে অন্যান্য আরবদেশের তুলনায় সবচেয়ে অনুন্নত একটি দেশ। ১২৬৪/১৮৪৭ সালে "আল-মুবাশ্যির" (সুসংবাদ দানকারী) একটি সাধারণ আরবী পত্রিকা আলজেরিয়া থেকে সর্ব প্রথম প্রকাশিত হয়, যা ১৩৪৫/১৯২৬ সালের ৩রা ডিসেম্বর পর্যন্ত নিয়মিত চালু থাকে। মূলতঃ "আল-মুবাশ্যির' পত্রিকাটি সরকারী Moniteur এর আরবী সংস্করণ ছিলো। Moniteur পত্রিকাটি ১২৪৮/১৮৩২ সালের ২৭শে জানুয়ারীতে আলজিরিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়। সরকারী রিপোর্ট ছাড়াও "আল-মুবাশ্যির" দেশ বিদেশের সংবাদ, ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক ও চিকিৎসাবিজ্ঞান ভিত্তিক প্রবন্ধ প্রকাশ করতো। বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে তথা আরবী সাংবাদিকতার উষালগ্নে সম্পাদনা পরিষদে মুসলমানদের স্থলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে খ্রীস্টানরাই এদের তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁরা আরবী পাঠকবৃন্দের মধ্যে শিক্ষা ও জ্ঞান প্রসারে অধিক আগ্রহী ছিলেন। এই ভাবে আলজেরিয়া থেকে "আল-নাসিহ" (উপদেষ্টা), ১৩১৭/১৮৯৯

সালে ; "আল-জায়ীরী" (উপদ্বীপীয়), ১৩১৮/১৯০০ ; "আল-ইহ্ইয়া" (জীবনদান), ১৩২৪/১৯০৬ ; "তিলিমসান" (উত্তর-পশ্চিম আলজেরিয়ার একটি শহর), "কাওকাব আল-আফ্রিকা" (আফ্রিকার তারকা), ১৩২৫/১৯০৭ (১৭ই মে) ; "আল-জাযাইর" (আলজেরিয়া), ১৩২৬/১৯০৮ সালে ; "আল-ফারুক" (সত্য ও সত্যের পার্থক্য), ১৩২৭/১৯০৯ ; "আল-রাশীদী" (পথ প্রদর্শন), ইত্যাদি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তবে এই সব পত্রিকা বেশী দিন চালু ছিলো না। এমন কি ১৩৩৩/১৯১৪ সালে এদের প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়।[২০]

মূলতঃ দুইটি বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়টি আলজেরিয়ায় ইসলামী সাংবাদিকতার দ্বিতীয় যুগ বলে চিহ্নিত। এই যুগে একদিকে মুসলমানদের তত্ত্বাবধানে ফরাসী ভাষায় পত্রিকাগুলো প্রকাশিত হয়। যেমন, La Voix indigene, La Voix des Humbles (১৩৫১/১৯৩২ সাল), l' Entene La Defense, La Lustice, Le Reveil de l' Islam (বন ১৩৪১/১৯২২ সাল) ইত্যাদি। এদের মাধ্যমে জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা ও রাজনৈতিক আন্দোলনের গতিধারা প্রকাশ পেতো। অন্য দিকে এসময় কিছু নিছক রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সাময়িকীও আত্মপ্রকাশ করে। এই যুগটি সম্পূর্ণরূপে জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী দলের প্রতিযোগিতার যুগ ছিলো। সংস্কার পন্থীদের সমর্থক আলেম সম্প্রদায় ও সূফী সম্প্রদায়-এর "আল-শিহাব" (নিক্ষিপ্ত তারকা), ১৩৪৩/১৯২৪ থেকে ১৩৫৮/১৯৩৯ সাল পর্যন্ত কনস্টান্টিনোপেল থেকে দৈনিক ও পরে মাসিকরূপে প্রকাশিত হয় ; "আল-ইসলাহ্" (সংস্কার) আল-বাসকারা থেকে ১৩৪৮/১৯২৯–১৩৬৪/১৯৪৪ সালে প্রকাশিত এবং "আল-বাসাইর" (অন্তর্দৃষ্টি) আলজেরিয়া থেকে ১৩৫৪/১৯৩৫—১৩৭৬/১৯৫৬ সালে প্রকাশিত হয়ে এদের সরাসরি সমর্থন লাভ করে। রাজনৈতিক দল মারাবিত (Marabout) সাধারণতঃ ইসলামী ফরাসী ঐক্যের অনুগামী ছিলো। তাঁদের নিজেদের পত্রিকা "আল-নাজাহ"(পরিত্রাণ),প্রথমে সপ্তাহে তিনবার পরে দুইবার কনস্টান্টিনোপেল থেকে ১৩৩৮/১৯১৯—১৩৭৬/১৯৫৬ এবং "আল-বালাগ আল-জাযাইরী" (আলজেরীয় রিপোর্ট) মুসতাগনাম থেকে ১৩৪৬/১৯২৭—১৩৬৭/১৯৪৭ সালে প্রকাশিত হয়। এই যুগের খারিজী সম্প্রদায়ের বহুল প্রচলিত ১০টি পত্রিকার মধ্যে "ওয়াদী মীযাব"

(মীযাব উপত্যকা) [আলজেরিয়া থেকে ১৩৪৫/১৯২৬—১৩৫৭/১৯৩৮ সালে প্রকাশিত]-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[২১]

মূলতঃ ১৩৬৫/১৯৪৫ সালে শুধু "আল-বালাগ আল-জাযাইরী", "আল-বাসাইর" (এপ্রিল ৫, ১৯৫৬ খ্রী. প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়া হয়) এবং "আল-নাজাহ" (১লা সেপ্টেম্বর ১৯৫৬ খ্রী. এর প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়া হয়) এর প্রকাশনা বহাল থাকে। ১৩৬৯/১৯৪৯ সালের (১৫ই ডিসেম্বর) থেকে ১৩৭১/১৯৫১ সালে (৮ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত) কনস্টান্টিনোপেল থেকে প্রকাশিত সপ্তাহিক পত্রিকা "আল শু'লা" (অগ্নিস্ফুলিঙ্গ) আলেমদের প্রকাশিত পত্রিকার প্রতি অধিক সমর্থন দেয়। অপরদিকে তিলমিশান থেকে ১৩৬৫/১৯৪৫ (১৫ই ডিসেম্বর) সাল থেকে ১৩৭৫/১৯৫৫ (আগস্ট) সাল পর্যন্ত মারাবিত দল কর্তৃক 'আল-যিক্‌রা" (স্মরণিকা) নামে একটি মাসিক সাময়িকী প্রকাশিত হয়। ফলে আলজেরিয়ায় আরবী সাংবাদিকতার তৃতীয় যুগে ইসলামী গতিধারার একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যায়। কিছু রাজনৈতিক পত্রিকা এ সময় ভয়ে ভয়ে বের হতে থাকে। যেমন সমাজতন্ত্রের সমর্থনকারী "আলজাযাইর আল-জাদীদা" (আধুনিক আলজেরিয়া), ১৩৬৬/১৯৪৬ (জানুয়ারী) সাল থেকে ১৩৭৫/১৯৫৫ (১৪ই সেপ্টেম্বর) সাল পর্যন্ত, "সাওত আলজাযাইর" (আলজেরিয়ার ধ্বনি), ১৩৭৩/১৯৫৩ (২১শে নভেম্বর) সাল থেকে ১৩৭৬/১৯৫৬ (৫ই নভেম্বর) সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। "সাওত আলজাযাইর" পরে "সাওত আল-শা'আব" (জাতীয় ধ্বনি) নামে রূপান্তরিত হয়। বর্তমানে এইসব পত্রিকা শাসকগোষ্ঠীর নির্দেশে বন্ধ হয়ে যায়। ফলে জ্ঞান অর্জনের জন্য জনগণ এখন ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত অধিক প্রগতিশীল পত্র পত্রিকার উপর নির্ভর করেছে। তাই, আলজেরিয়ায় বর্তমানে কোন দৈনিক আরবী পত্রিকা ব্যাপক প্রসার লাভ করেনি। তাই উল্লিখিত পত্রিকা ও সাময়িকীগুলোর প্রকাশনা কখনো নিয়মিত ছিলো না। বলা যেতে পারে যে প্রকাশকরা শখ করে এগুলো বের করতেন। এইসব পত্রিকা ও সাময়িকীগুলোর আর্থিক অবস্থা খুবই দুর্বল ছিলো এবং শৈল্পিক মানের দিক থেকে বিচার করলে এদের উপকরণগুলো ছিলো অতি সাধারণ।[২২]

মরক্কো থেকে প্রথম সংবাদপত্র 'সিউটা' (Ceuta) ১২৩৬/১৮২০ (১লা মে) সালে বের হয়। পত্রিকাটির ভাষা ছিলো স্পেনীস। ত্রয়োদশ/

উনবিংশ শতাব্দীতে স্পেনীস অথবা ফরাসী ভাষায় মরক্কোতে বিশেষ করে তানজিয়ায় সাংবাদিকতার প্রথম বিকাশ ঘটে। ১৩০৭/১৮৮৯ সালে একটি আরবী পত্রিকা "আল-মাগরিব" থেমে থেমে প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি মরক্কোর একজন ইংরেজ অধিবাসীর মালিকানায় ছিলো। বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে কয়েকজন ইউরোপীয় সাংবাদিক আরবী ভাষা-ভাষীদের কাছে পেঁছানোর উদ্দেশ্যে মরক্কো থেকে তাঁদের প্রকাশিত পত্রিকাগুলোর একটি অংশের আরবী সংস্করণ বের করেন। সিরিয়া ও লেবানন থেকে আগত সাংবাদিকদের সাথে তাদের পারস্পরিক সহযোগিতার ফলে সাপ্তাহিক "আল-সা'আদা" (সৌভাগ্য) ১৩২৩/১৯০৫ সাল, "আল-সাবাহ" (প্রভাত) ১৩২৪/১৯০৬ সাল, "লিসান আল-মাগরিব" (উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার ভাষা) ১৩২৫/১৯০৭ সাল এবং El Telegrama del Rif (আল-তিলিগ্রাফ আল-রীফী)-এর আরবী সাপ্লিমেন্ট, ১৩২৫/১৯০৭ সাল এবং পাক্ষিক L' Independance marocoine এর আরবী সংস্করণ "ইসতিকলাল আল-মাগরিব" (উত্তর পশ্চিম আফ্রিকার দৃঢ়তা) ১৩২৫/১৯০৭ সালে তানজিয়া থেকে প্রকাশিত হয়। মরক্কো থেকে প্রকাশিত প্রথম ইসলামী পত্রিকা ছিলো "আল-তা'উন" (প্লেগ)। এই মাসিক পত্রিকার তত্ত্বাবধানে ছিলেন শরীফ আল-কিত্যানী। ১৩২৫-১৯০৮ (মার্চ মাসে) সালে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। একই বছর মরক্কো সরকার সিরিয়ার একজন ইহুদীর সম্পাদনায় "আল-ফজর" (প্রভাত) প্রকাশ করে। তবে ১৩২৭/১৯০৯ সালে পত্রিকাটি ফেজ নগরীতে স্থানান্তর করা হয়। তানজার থেকে আরো কয়েকটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বের হয়। এদের মধ্যে "আল-হাক্ক" (সত্য) ১৩২৯/১৯১১ সালে এবং "আল-তারাককী" (উন্নতি) [১৩৩১/১৯১২ সাল] বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[২৩]

মরক্কোতে ফরাসী কর্তৃত্ব শুরু হলে "আল-সাআদাত" এর কার্যক্রম রাবাতে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে পত্রিকাটি প্রতি সপ্তাহে তিনবার এবং পরে প্রতিদিন প্রকাশিত হতে থাকে। এটা একটি আধা সরকারী পত্রিকা। অনেক কষ্টে সাজানো সচিত্র এই পত্রিকাটির ছাপা উন্নতমানের ছিলো। পাঠকবৃন্দকে মরক্কোবাসীর জীবন সম্পর্কে অবহিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এর প্রকাশনা খুব ব্যাপক ছিলো। পত্রিকাটি প্রশিক্ষণ ও রাজনীতির ক্ষেত্রে সরাসরি অংশ নেয়। মরক্কোর

অন্যান্য শহরে তখনো আরবী সাংবাদিকতার তেমন বিকাশ ঘটেনি। "আল-ভিদাদ" (ভালবাসা)-এর পাঠক সংখ্যা অনেক কম ছিলো। এ সময় "আল-আখবার আল-তিনিগ্রাফিয়্যা" (তারবার্তা) নামক একটি আরবী দৈনিক ফেজ থেকে প্রকাশিত হয় এবং সাপ্তাহিক "আল-আখবার আল-মাগরিবিয়্যা" (মাগরিবের সংবাদ) যেনো L Information Marocaine-এর বিশেষ সংখ্যা হিসাবে দার আল-বায়দা থেকে বের হতো। মরক্কো থেকে "আল-জুনূব" (দক্ষিণ) বের হয়ে আবার বন্ধ হয়ে যায়। তবে মরক্কোর উত্তরাঞ্চলীয় শহর তীতওয়ানে কয়েকটি রাজনৈতিক পত্রিকা যেমন, "আল-ইসলাহ" (সংস্কার), "আল-ইত্তিহাদ" (একতা) ও "ইযহার আল-হাক্ক" (সত্য প্রকাশ করা) এর প্রকাশনা যথেষ্ট সুনাম অর্জন করে।[২৪]

১৩৭৬/১৯৫৬ সালে স্বাধীনতার পর মরক্কোতে আরবী সাংবাদিকতা পুনর্জীবন লাভ করে। তবে সেখানে ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত সংবাদ-পত্রগুলো সাময়িকভাবে চালু থাকার অনুমতি লাভ করে। এই সময় তিনটি আরবী দৈনিক প্রকাশিত হয়, যেমন—(১) বেসরকারী পত্রিকা "আল-আহাদ আল-জাদীদ" (আধুনিক যুগ) রাবত থেকে। পরে ১৩৮০/১৯৬০ (১লা সেপ্টেম্বর) সালে "আল-ফজর" এর স্থান দখল করে। (২) "আল-আলম" (পৃথিবী) রাবাত থেকে এবং (৩) "আল-তাহরীর" (স্বাধীনতাকামী) দার আল-বায়দা থেকে। শেষ দুইটি পত্রিকা ইসতিকলাল পার্টির সমর্থনে প্রকাশিত হতো। পত্রিকা তিনটির কপি সংখ্যা ২৫ হাজারের বেশী ছিলো না। স্বাধীনতার গণতান্ত্রিক পার্টি (The Democratic party of Independence) এক সময় ফরাসী ভাষায় Democratic নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করে। আজকাল এই পার্টির মুখপত্র হলো "আল রায় আল-'আম্ম" (সাধারণ মতামত), যা সপ্তাহে দুইবার বের হয়। মরক্কোর শ্রমিক ইউনিয়ন (Moroccan Labour Union) এবং বাণিজ্য, শিল্প ও হস্তশিল্প ইউনিয়নের দুইটি সাপ্তাহিক পত্রিকা যথাক্রমে 'আল-তালি' " (উদীয়মান) এবং "আল-ইত্তিহাদ" (একতা) দার আল-বায়দা থেকে প্রকাশিত হচ্ছে।[২৫]

১৩৭৯/১৯৫৯ সালে আরো চারটি রাজনৈতিক সাপ্তাহিকী আরবী ভাষায় প্রকাশিত হয়। যেমন—(১) ' আল-আয়্যাম" (কাল) দার আল-

বায়দা থেকে, (২) "আল-মাগরিব আল-আরাবী" (আরব মরক্কো) রাবাত থেকে, (৩) "আল-নিদাল" (স্বাধীনতার দল) রাবাত থেকে এবং (৪) "হাযাত আল-শা 'আব" (জাতির জীবন)। সবশেষে সাহিত্য বিষয়ে মরক্কোর একটি মাসিক পত্রিকা "রিসালাত আল-আদীব" এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।[২৬]

তিউনিসিয়ায় আরবী সাংবাদিকতার চরম উন্নতি হয়। দুটি মহাযুদ্ধের ফলে এখানকার সার্বিক অবস্থার যথেষ্ট নমনীয়তা পরিলক্ষিত হয়। তাই তিউনিসিয়ার ক্ষেত্রেও আমরা আরবী সাংবাদিকতার তিনটি যুগের অবস্থান দেখতে পাই। তবে ফরাসী শাসনের অবসান ও ১৩৭৫/১৯৫৫ সালে তিউনিসিয়ার স্বাধীনতা অর্জন এই দুইটি বিষয় আরবী সাংবাদিকতার বিভিন্ন যুগের মাঝে একটি সীমারেখা টেনে দেয়। তিউনিসিয়া থেকে ১২৭৮/১৯৬১ সালে একটি সরকারী দৈনিক "আল-রাইদ আল-তুনসী" (তিউনিসিয়ার প্রতিনিধি) আরবী ভাষায় প্রকাশিত হয়। ১৩০৮/১৮৯০ সালে "আল-যোহরা" (শুক্রগ্রহ) নামে এক পাতার একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়, যা ৬০ বছরেরও বেশী সময় চালু থাকে। অন্য একটি দৈনিক পত্রিকা "আল-রুশদীয়্যাহ" (সচেতনতা) ১৩২২/১৯০৪ থেকে ১৩২৮-১৯১০ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হতে থাকে। তৃতীয় একটি পত্রিকা "আল-নাহ্‌দা" (রেনেসাঁ)-এর ভিত্তি ১৩৪২/১৯২৩ সালে স্থাপিত হয়। তাছাড়া সেখানে সীমিত সময়ে রাজনৈতিক, ধর্মীয়, বাণিজ্যিক সাময়িকীও বহুল প্রচলিত ছিলো। সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলোর মধ্যে বেসরকারী পত্রিকা "আল-হাদিরা" (রাজধানী শহর) ১৩০৬/১৮২৮ থেকে ১৩২৮/১৯১০ সাল পর্যন্ত চালু থাকে। এমনকি স্বাধীন মতামতের বাহক "আল-যামান" (কাল) ১৩৪৯/১৯৩০ সাল, ইসলামী ঐক্যের সমর্থক "আল-সাওয়াব" (সঠিক), ১৩২২/১৯০৪ থেকে ১৩৩৯/১৯২০ সাল পর্যন্ত এবং পুরাতন সংবিধানের ধারক "লিসান আল-শা'আব" (জাতির কথা) এর নাম উল্লেখযোগ্য। দুটি বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে বিভিন্ন প্রদেশ থেকেও কিছু সাপ্তাহিক রাজনৈতিক পত্রিকা আরবী ভাষায় প্রকাশিত হয়। তবে কিছু পত্রিকা পুরাতন সংবিধানের সমর্থনে প্রকাশিত হয়; যেমন—"আল আসর আল-জাদীদ" (নতুন যুগ) ও "আল-দিফা" (প্রতিরোধ) [কায়রোয়ান থেকে ১৩৫৬-১৯৩৭ সালে]। অপর দিকে কিছু পত্রিকা নতুন

সংবিধানের সমর্থন পুষ্ট ছিলো। এরমধ্যে "সাদা আল-উম্মত" (জাতির প্রতিধ্বনি) ১৩৫৫/১৯৩৬ থেকে ১৩৫৬/১৯৩৭ সালে, "আল-আনীস" (অন্তরঙ্গ) ১৩৫৬/১৯৩৭ সালে, "আল-ইনশিরাহ" (উন্মুক্ত) ১৩৫৬/১৩৩৭ সালে, 'আল-কাশকূল' (ভিক্ষুক) ১৩৫৬/১৯৩৭ সালে, "ফাতা আল-সাহিল" (সৈকতের যুবক) ১৩৫৫/১৯৩৬ থেকে ১৩৫৬/১৯৩৭ সালে),' "সুবরাহ" (প্রচণ্ড ঠাণ্ডা), কায়রাওয়ান ১৩৫৬/১৯৩৭ সালে প্রথম প্রকাশ পায়।[২৭]

১৩৫৬/১৯৩৭ সালে G. Zawodowski ১৬১টি আরবী পত্রিকার শিরোনাম সংগ্রহ করে যে তালিকা উপস্থাপন করেন তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। এই তালিকানুসারে ১২৭৮/১৮৬১ থেকে ১৩২১/১৯০৩ সাল পর্যন্ত তিউনিসিয়ায় আরবী সাময়িকী গুলোর সংখ্যা এক থেকে ছয় এর মাঝামাঝি ছিলো যা ১৩২৫/১৯০৭ সালে ২৩-এ উন্নীত হয়। কারণ ১৩২২/১৯০৪ সালের ২রা জানুয়ারীতে ব্যবস্থাপনার আইন কানুন শিথিল করা হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় এর সংখ্যা চার হয়ে যায়। ১৩৪০/১৯২১ সালে এই সংখ্যা ৩২-এ উন্নীত হয়। ১৩৪৭/১৯২৮ থেকে ১৩৪৮/১৯২৯ সালের মধ্যে অন্যায় কার্যকলাপ ও রাজনৈতিক অপরাধ প্রতিরোধের জন্য আনীত পদক্ষেপের ফলে আবার এদের সংখ্যা কমে ১১তে দাঁড়ায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ১৩৫৬/১৯২৭ সালে এদের সংখ্যা ৫১তে থেকে যায়। তিউনিসিয়াবাসী ফরাসী ভাষায় যে ১৩টি সাময়িকী প্রকাশ করে লেখক তারও উল্লেখ করেন। আরো আনন্দের বিষয় যে, লেখক আরব ইহুদীদের আরবী ভাষায় প্রকাশিত ৭৩টি পত্রিকার শিরোনামও এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত করেন। ভাষা আরবী হলেও পত্রিকাগুলোর রাসম আল-খত্ত (Orthography) হিব্রু ছিলো। এদের মধ্যে সবচেয়ে পুরাতন পত্রিকা হলো "আল-মুবাশ্যির" যা ১৩০২/১৮৮৪ থেকে ১৩০৩/১৮৮৫ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত ইহুদী সাংবাদিকতার যথেষ্ট প্রসার ঘটলেও পরে তা ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যায়। এমনকি ১৩৫৬/১৯৩৭ সালে তিউনিসিয়া ও সুস থেকে প্রকাশিত মাত্র তিনটি সাধারণ পত্রিকা চালু থাকে।[২৮]

তিউনিসিয়া স্বাধীনতার কয়েক বছর আগ থেকে আরবী সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে অধিক গুরুত্ব বহন করতো। আর্থিক উপকরণ, শৈল্পিক দক্ষতা অর্জন এবং পেশাজীবী সাংবাদিকদের সম্পাদনায় ও তত্বাবধানে এখানকার

পত্রিকাগুলো জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে এবং জনগণকে স্বাধীনতার দিকে উদ্বুদ্ধ করে। এদের মাধ্যমে শহর ও আশে পাশের অঞ্চলে ফরাসী বিরোধী আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। পরে তাঁরা তাঁদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে উপনীত হলে অথবা তাঁরা সফলতার কাছাকাছি পৌঁছলে তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বিরোধী ধারা অবলম্বন করে সরকারের সাথে প্রতিযোগিতা করার চেষ্টা করেন। ফলে তাঁরা তাঁদের প্রকাশনা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন। অতঃপর এই পত্রিকাগুলোর মধ্যে শুধু "আল-আমল" (কর্ম) এবং "আল–তালী'আ" (অগ্রদূত)-এর প্রকাশনা বহাল থাকে। অর্ধ সাপ্তাহিক পত্রিকা "আল-আমল"-এর ভিত্তি তিউনিসিয়া প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি আল-হাবীব আবূ রুকাইবা কর্তৃক ১৩৫৩/১৯৩৪ (১লা জুন) সালে স্থাপিত হয় যা আজকাল একটি দৈনিক পত্রিকা হিসেবে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক পত্রিকা "আল তালীআ" ১৩৫৬/১৯৩৭ সালে আত্মপ্রকাশ করে। এই সময় "আল-সাবাহ" (প্রভাত) নামে একটি নতুন দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। এই সময় "আল-ইসতিকলাল" (স্বাধীনতা) পুরাতন সংবিধানের অনুসরণকারী রাজনৈতিক দল কর্তৃক ১৩৫৩/১৯৩৪ সালে প্রকাশিত সাপ্তাহিকী "আল-ইরাদা" (ইচ্ছা)-এর স্থান দখল করে। একই সময় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সমর্থনপুষ্ট বেশ কয়েকটি সাময়িকী যেমন, "আল-'ইলম" (বিজ্ঞান), "আল-নিদা" (আহবান) এবং "আল জমহুরী" (গণতান্ত্রিক) নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকে। এ সময় আলজেরিয়ার স্বাধীনতা বিরোধী পত্রিকা "মুকভিমা আল-জাযাইর" (আল জেরিয়ার প্রতিযোগিতা)-এর নাম "আল মুজাহিদ" (যোদ্ধা) হয়। ১৩৭৫/১৯৫৫ সালে প্রকাশিত সাংস্কৃতিক সাময়িকী "আল-ফিকর" (চিন্তাধারা)-এর নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত তিউনিসিয়ার যুবক সম্প্রদায় এই সাময়িকীটির মান মর্যাদা সমুন্নত রেখেছে। তিনটি ফরাসী দৈনিকের মধ্যে Depeche tunisienne প্রাচীনতম পত্রিকাটি সহ ইতালী ভাষায় একটি দৈনিক ১৩৮০/১৯৬০ সালে তিউনিসিয়া থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। এই প্রসংগে রাজনৈতিক সাপ্তাহিকী L 'Action-এর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে যা বর্তমানে Afrique Action নামে পরিচিত। সাময়িকীটি বহির্জগতে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করে।[২৭]

লিবিয়ার রাজধানী ত্রিপলী থেকে প্রকাশিত প্রথম আরবী পত্রিকা হলো "তারাবুলাস আল-গারব" (ত্রিপলী) যা ১২৮৮/১৮৭১ সালে ত্রিপলী থেকে আরবী ও তুর্কী ভাষায় বের হয়। এটা একটি সরকারী পত্রিকা ছিলো। পত্রিকাটির প্রকাশনা এখনও আরবী ভাষায় অব্যাহত আছে। লিবিয়ার একনায়ক সরকারের জন্য তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে পত্রিকাটি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ১৩১৫/১৮৯৭ সালে প্রকাশিত সাপ্তাহিক "আল-তারাক্কী (উন্নতি) একটি রাজনৈতিক ও বিজ্ঞান ভিত্তিক পত্রিকা। ইতালী শাসনাধীন লিবিয়া থেকে কয়েকটি আরবী পত্রিকাও এই সময় প্রকাশিত হয়। তবে এই পত্রিকাগুলোতে তেমন আকর্ষণীয় খবর সরবরাহ হতো না। স্বাধীনতা উত্তর লিবিয়া থেকে অনেকগুলো পত্রিকা আরবী ভাষায় প্রকাশিত হয়। এদের মধ্যে "আল-রাইদ"(প্রতিনিধিত্ব-কারী) এবং "আল-তালীআ" (ভিফাকী কর্মচারী সমিতির পত্রিকা) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৩০]

আরবী সাংবাদিকতা কেবলমাত্র আরব বিশ্বেই সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং তা বিশ্বের সকল প্রান্তে বিশেষ করে প্রবাসী লেবাননবাসীদের দ্বারা ছড়িয়ে পড়ে। ত্রয়োদশ/ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে এবং চতুর্দশ/বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং পশ্চিম আফ্রিকায় আরবী ভাষাভাষী মাতৃভূমি ত্যাগকারীদের কয়েকটি নতুন বসতি স্থাপিত হয়। দেশত্যাগীদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলো সিরিয়া ও লেবাননের অধিবাসী। তখন এই দু'টো দেশ আরবী ছাপাখানা ও সাংবাদিকতার লালনভূমি হিসেবে চিহ্নিত ছিলো। এর পূর্বে ত্রয়োদশ/ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বিপুল সংখ্যক সিরীয় ও লেবাননী পণ্ডিত যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান। কয়েকজন উত্তর আমেরিকায় ও বাকীরা দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিলে বসবাস করতে থাকে। তারা সেখানেও আরবী ভাষা ও সংস্কৃতিকে স্থিতিশীল রাখার সর্বাত্মক চেষ্টা চালায়। প্রকৃতপক্ষে সিরিয়া ও লেবাননে এইসব দেশত্যাগীদের জন্ম হয় এবং এখানেই তাঁরা লালিত-পালিত হন। ১৩০৮/১৮৯০ সালের পূর্বে ওসমানী শাসকবৃন্দ এইসব দেশের মধ্যে শুধু মিশরে হিজরত করার জন্য জনগণকে অনুমতি দেয়। তবে লেবানন ও সিরিয়াবাসীরা এর পূর্বেও ইউরোপের বিভিন্ন রাজধানীতে বসবাস করতে থাকে।

তাই সেখান থেকে আরবী পত্রিকা ও সাময়িকী ব্যাপক হারে প্রকাশিত হতে থাকে। আরবী সাংবাদিকতার প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ফিলিপ তার্‌য়া-যীর লেখা অনুসারে ১৩৪৮/১৯২৯ সালের শেষ দিকে কনস্টান্টিনোপেল থেকে ৪৯টি, রাশিয়া থেকে ৩টি, সুইজারল্যান্ড থেকে ২টি, জার্মানী থেকে ৭টি, ইতালী থেকে ৪টি, ফ্রান্স থেকে ৪৩টি, গ্রেট ব্রিটেন থেকে ১৪টি, মালটা থেকে ৮টি, এবং সাইপ্রাস থেকে ৫টি সহ সর্বমোট ১৩৫টি আরবী পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। এদের মধ্যে সংবাদপত্রের সংখ্যা ছিল ১০৭টি। বর্তমানে এর সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।[৩১]

আলেপ্পো থেকে আর্মেনিয়ায় সর্বপ্রথম দেশত্যাগী সাংবাদিক ছিলেন রিযকুল্লা হাস্যুন, তিনি "মিরাত আল-আহওয়াল" (বর্তমান অবস্থার দর্পণ) প্রকাশ করেন। তিনি পরে ১২৮৯/১৮৭২ সালে লন্ডন থেকে "আলেসাম" (সামী গোষ্ঠী) প্রকাশ করেন। প্রথমদিকে উসমানী সরকার তাঁর উপর সন্তুষ্ট থাকলেও শেষ পর্যন্ত এই সরকারের ভয়ে প্রাণ রক্ষার জন্য তিনি লন্ডনে আশ্রয় নেন। এখানেই তিনি "মিরাত আল-আহওয়ালে"র ৪৫০টি ইস্যু প্রকাশ করেন। পত্রিকাটি উসমানী সরকারের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে ছিলো। প্যারিস থেকে প্রকাশিত পত্রিকাগুলোর মধ্যে "আল-উরওয়া আল-উসকা" (মজবুত রশি) উল্লেখযোগ্য। এটি ১৩০২/১৮৮৪ সালের মার্চে মিশরীয় সংস্কারক শেখ মুহাম্মদ আবদুহু এবং তাঁর খ্যাতনামা বন্ধু জামাল আল-দীন আল-আফগানী প্রকাশ করেন। পত্রিকাটি দীর্ঘদিন চালু না থাকলেও ইসলামের ভাবধারা প্যান ইসলামী ধারণা সমুন্নত রাখার জন্য পূর্ণ উদ্যমে সাহায্য করা এবং মিশর ও ভারতে ইংরেজদের বিরোধিতা করার ক্ষেত্রে খুব সুনাম অর্জন করে। ১২৯৩/১৮৭৬ সালে উসমানী পার্লামেন্টের একজন বৈরুতী প্রতিনিধি খলীলি গানিম নিজের স্বাধীন মতামত প্রকাশের জন্য মহিমান্বিত দরবারের রোষানলে পতিত হলে তিনি প্যারিসে পলায়ন করেন। সেখান থেকে তিনি "আল-বাসীর" (অন্তর্দৃষ্টিধারী) প্রকাশ করেন ১২৯৯/১৮৮১ সালের এপ্রিলে এবং এতে তিনি আর্মেনিয়াবাসীদের হত্যার বিবরণ দেন। উসমানী-সরকার-বিরোধী অনুরূপ যে কোন পত্রিকার প্রকাশনা তুর্কী শাসকগণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। সুতরাং এই পত্রিকাটির প্রকাশনাও শিগ্‌গির বন্ধ হয়ে যায়। এরপর একজন লেবাননী দ্রুজ আমীন আর

সালান-এর সহ সম্পাদনায় গানিম ১৩০৮/১৮৯০ সালে 'তুর্কীয়্যাত আল-ফুতাত" নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকাটির কিছু অংশ ফরাসী ভাষায় ছাপা হতো। এরপর ১৩৫০/১৯৩১ থেকে ১৩৫৪/১৯৩৫ সালের মধ্যে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী পশ্চিম আফ্রিকার একটি পত্রিকা "আফ্রিকাত আল তুজ্জারিয়্যাহ" ডাকার থেকে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাগুলোর অধিকাংশ লেখক নিজেই পত্রিকার সম্পাদক, প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রকাশকও ছিলেন। রাজনীতি ও সাহিত্য যতটা তাঁদের আগ্রহ ছিল, ততটা সংবাদের ব্যাপারে ছিল না। কিন্তু যেহেতু এদের প্রকাশনার সহায়তার জন্য স্থানীয়ভাবে নতুন কোন আবাস ছিল না, তাই এদের প্রকাশনা খুব কম সময়ের জন্য স্থায়ী ছিল। এদের কোন পত্রিকা আজকাল আর পরিলক্ষিত হয় না।[৩২]

আধুনিক যুগেও বিশ্বের পত্রিকাগুলোর সূচনা একইভবে ব্যক্তিগত লেখনীর উপর ভিত্তি করেছিলো। এদের প্রতিষ্ঠাতা, সম্পাদক বা প্রকাশক কখনো কখনো প্রবাসী সাহিত্যিক ছিলেন। এরা কোন রাজনৈতিক দেশত্যাগী ছিলেন না। কারণ এরা শুধু লেখার মাধ্যমে জীবিকা অর্জন করতেন। এই পত্রিকাগুলোর মধ্যেও খুব কম পত্রিকা এখনো টিকে আছে। তবে কোন কোন পত্রিকা ধীরে ধীরে প্রকৃত অর্থে সংবাদপত্রের মর্যাদা লাভ করে। স্থানীয় সহযোগিতা লাভের ফলে তা দীর্ঘদিন চালু থাকতে সমর্থ হয়। তা সত্ত্বেও এদের প্রকাশনা পাঁচ হাজারের বেশী ছিল না। তারাযী (৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৯২, আল-হিলাল, ১৩১০/১৮৯২, সংখ্যা ১২, ১৪) এর ১৩৪৮/১৯২৯ সালের শেষ সময়ের পত্রিকার যে সংখ্যা ও কপির তালিকা সংগ্রহ করেন সেই অনুসারে উত্তর ও মধ্য আমেরিকা থেকে ১০২টি পত্রিকা বের হতো। এদের মধ্যে ৭১টি সংবাদ-পত্র ছিলো। এবং দক্ষিণ আমেরিকা থেকে ১৬৬টি ছিলো। এদের মধ্যে ১৩৪টি সংবাদপত্র ছিলো। আবার এদের মধ্যে তিনটি কিউবা থেকে প্রকাশিত হতো। এই এলাকার সর্বপ্রথম সাংবাদিক ছিলেন ইব্রাহীম উরবাইলী। তিনি দামেস্কের অধিবাসী ছিলেন। তিনি বর্তমানে বৈরুতের আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয় (American University of Beirut) থেকে চিকিৎসা শাস্ত্রে ডিগ্রী লাভ করেন। ১৩০৯/১৮৯১ (১৫ই এপ্রিল) সালে নাজীব উরবীলী "কাওকাব আমেরীকা" (যুক্তরাষ্ট্রের নক্ষত্র) নামে

একটি আরবী পত্রিকা নিউইয়র্ক থেকে সর্বপ্রথম প্রকাশ করেন। ১৩২৯/১৯১১ সালে নিউইয়র্ক থেকে কয়েকটি আরবী গবেষণা পত্রিকাও প্রকাশিত হয়। এদের মধ্যে 'মারাত আল-গারব" (পাশ্চত্যের নারী) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৩৪৮/১৯২৯ সালে ইলিয়া আবূ মাদী (মৃ. ১৩৭৭/১৯৫৭) "আল-সামীর" (নৈশ সংলাপের সাথী) নামে একটি পাক্ষিক ও জনপ্রিয় সাময়িকী নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশ করেন। কনস্টান্টিনোপেলে অবস্থিত আমেরিকান দূতাবাসের মাধ্যমে ইব্রাহীম উরবীলি বৈরুত থেকে আরবী টাইপ আমদানী করার অনুমতি গ্রহণ করেন। তাঁর ও তাঁর ভাই নাজীব এর নাম "কাওকাব আমেরিকী" পত্রিকায় অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। সাত বছর পর নাজীব যায়্যাব নামক জনৈক লেবাননী এবং গ্রীক ধর্মানুসারী এই পত্রিকার সম্পাদনা পরিষদের একজন পৃষ্ঠপোষক নিযুক্ত হন। তিনি ১৩১৭/১৮৯৯ সাল থেকে "মিরাত আল গারব" (পাশ্চাত্যের দর্পণ) প্রকাশ করেন। পত্রিকাটি এখনো নিউইয়র্ক থেকে বের হচ্ছে। ১৩১৬/১৮৯৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মারুনী বিশ্বাসের না'য়্যুম মুকারযাল ফিলাডেলফিয়া থেকে "আল-হুদা" (পথ প্রদর্শন)-এর ভিত্তি স্থাপন করেন। পরে পত্রিকাটিকে নিউইয়র্কে স্থানান্তর করা হয়। এই পত্রিকাটি এখনো সম্ভবতঃ আমেরিকার সবচেয়ে বহুল প্রচারিত পত্রিকা বলে বিবেচিত। সাম্প্রদায়িক তত্ত্বাবধানের কারণে পত্রিকা দু'টির প্রকাশনা বেড়ে যায়। যায়্যাব এবং মুকারযাল উভয়ে প্যারিসের আরব কংগ্রেসে ১৩৩১/১৯১২ সালে যোগ দেন। সভায় তুর্কী সরকারের অধীনে আরব প্রদেশগুলোর বিকেন্দ্রীকরণের উপর জোর দেয় হয়। এই দুটি পত্রিকা ব্যতীত ১৩৮১/১৯৬১ সালের ডিসেম্বর মাসে নিউইয়র্ক থেকে "আল-বায়ান" (রিপোর্ট) নামে আরো একটি পত্রিকা ১৩৩০/১৯১১ সালে বের হয়। অনুরূপভাবে ১৩৬২/১৯৩৩ সালে "আল-ইসলাহ" (সংস্কার) এবং ১৩৭৭/১৯৫৭ সালে "আল-রাবিতা আল-লুবনানিয়াহ" প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাটি বিলম্বে প্রকাশিত হওয়ার ব্যাপারটি অসাধারণ বলে মনে হচ্ছে। ১৩৩১/১৯১২ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কয়েক বছর পর "আল-সাইহ" (পথিক) সাহিত্যিক দলের একটি (আল-রাবিতা আল-কালামিয়্যা) মুখপত্র হিসেবে বিবেচিত হয়। এইদল প্রখ্যাত সাহিত্যিক জুভরান খলীল জুবরান এর নেতৃত্বে কাজ করতো। এই ভাবে "আল-ফুনূন" (কলাশিল্প) সাময়িকীটিও ১৩৩২/১৯১৩ সালে

প্রকাশিত হয়। এরপর একজন প্রতিনিধিত্বশীল কবি ইলিয়া আবু মাদী নিউইয়র্ক থেকে ১৩৪৮/১৯২৯ সালে "আল-সামীর" নামে যে পত্রিকাটি প্রকাশ করেন তা তাঁর মৃত্যু ১৩৭৬/১৯৫৬ সাল পর্যন্ত চালু ছিল। এই সময় ১৩৮১/১৯৬১ সালে ডেটরয়েট থেকে ৩টি পত্রিকা বের হতো। উপরোক্ত সংবাদপত্র ছাড়া বেশ কিছু সাহিত্য সাময়িকীও প্রকাশিত হতো। তন্মধ্যে নাসীব 'আরীদাহ (মৃ. ১৩৬৬/১৯৪৬) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত "আল-ফুনূন" (কলা শিল্প) ১৩৩২/১৯১৩ সালে 'গাবদ আল-মাসীহ্ হাদ্দাদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত "আল-সা'ইহ" (পর্যটক) ঐ একই সালে, মাসিক "আল-আন্দালুস আল-জাদীদাহ (আধুনিক স্পেন) ইলয়া আবূ মাদী কর্তৃক ১৩৫৪/১৯৩৫ সালে এবং মুসা করীম কর্তৃক প্রকাশিত "আ-শারক" (প্রাচ্য) ১৩৭৫/১৯৫৫ সলে নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত হয়। বর্তমানে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র থেকে ২৫০টিরও বেশী আরবী পত্রিকা সগৌরবে প্রকাশিত হচ্ছে।[৩৩]

দক্ষিণ আমেরিকার বুয়েনেস আয়ারস (Buenos Airos)-এ বসবসকারী আল-ঈদ নামক জনৈক সিরিয়ান সাংবাদিক রিও ডি জেনিরিও (Rio de Jeneiro) থেকে ১৩৭৮/১৯৫৮ সালে প্রকাশিত ৩১টি সংবাদপত্র (এদের মধ্যে শুধু দু'টি বর্তমানে চালু আছে), এবং ৩টি সমায়িকীর (পৃ. ৩৯১-৩৯২) সাও পোলো (Sao Paulo) থেকে প্রকাশিত ৫২টি সাময়িকী এবং সংবাদপত্রের (এদের মধ্যে শুধু পাঁচটি বর্তমানে চালু আছে) এবং বুয়েনেস আয়ার্স থেকে প্রকাশিত ৩১টি সংবাদপত্র (এদের মধ্যে ৬টি বর্তমানে চালু রয়েছে) এবং ১৬টি সাময়িকীর নাম উল্লেখ করেন। প্রাথমিক পর্যায়ে এইসব পত্রিকার প্রকাশনার দায়িত্বে লেবাননী খৃীস্টানরাও ছিলেন। যেমন, নায়্যু লাবাকী রেও (Rio) থেকে ১৩১৪/১৮৯৬ সালে "আল-রাকীব" (প্রহরী) পত্রিকার ভিত্তি স্থাপনে এবং পরবর্তী পর্যায়ে সাও প্লো থেকে প্রকাশিত আরো দু'টি পত্রিকার ভিত্তি স্থাপনেও অংশ নেন। শুকরী আল খূরী সাওপ্লো থেকে প্রকাশিত ১৩১৭/১৮৯৯ সালে প্রাথমিক পর্যায়ের সংবাদপত্রের ভিত্তি স্থাপনে এবং বিশেষ করে দীর্ঘদিন প্রচলিত জনপ্রিয় পত্রিকা ১৩২৪/১৯০৬ সালে প্রকাশিত "আবু আল-হাওল" এর ভিত্তি স্থাপনেও অংশ নেন। সাওপ্লোতে "আল-উসবাত আল-উন্দলূসিয়্যাহ" (১৩৪৭/১৯২৮ সালে প্রকাশিত) জনগণ অধিক আগ্রহ সহকারে পাঠ করতো।

এটা সাহিত্য গোষ্ঠীর একটি পত্রিকা ছিল যা রশীদ সালাম আল-খূরী (আল-শাইর আল কুরুব্যী) ও শফীক মালূফ নামক দুইজন কবির তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হতো। ১৩২০/১৯০২ সালে বুয়েনেস্ আয়ার্স থেকে প্রকাশিত প্রাচীনতম পত্রিকা "আল সালাম" এখনো চালু আছে। সেখান থেকে ১৩৪৫/১৯২৬ সালে প্রকাশিত "আল-ইসতিকলাল" নামক উল্লেখ-যোগ্য পত্রিকাটির ভিত্তি একজন লেবাননী দ্রুজ স্থাপন করেন। এখনো তিনি পত্রিকাটির সম্পাদনার দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। এই সকল প্রবাসী বা দেশত্যাগী আরব সাংবাদিকদের সংবাদপত্রের অধিকাংশই স্বাধীন মতামতের ছিলো তবে তা বিপ্লবী ছিলোনা। এসব সাংবাদিক যে দেশে নাগরিকত্ব নেন সেই দেশের প্রতি তাঁদের যথেষ্ট আনুগত্য ছিলো। তবে মূল মাতৃভূমি আরব ভূমির পুনরুদ্ধারের প্রতিও তাদের সজাগ দৃষ্টি ছিলো। এই সাংবাদিকতা জন্মভূমির সাথে প্রবাসীদের সম্পর্কের সেতুবন্ধনের ন্যায় সংযোগ রক্ষা করেছে। প্রবাসী সাংবাদিকতা আধুনিক আরবী সাহিত্যের বিশেষ করে গদ্য ও পদ্যের ক্ষেত্রে স্থান ও পরিসর বৃদ্ধির যথেষ্ট প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। এই সাংবাদিকতা প্রাচ্যের আরব ভূমিতে পাশ্চাত্যের সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ভাবধারা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে বহুলাংশে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।[৩৪]

ভারতে প্রকাশিত আরবী পত্রিকাগুলোর মধ্যে "আল-নাফীর" (জনতা), "আল-আরব" (আরবজাতি) ও "আল রাবিতা গাল-শারকিয়্যা" (প্রাচ্য লীগ) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পাকিস্তানে "আল-বাশীর" (সুবার্তাবাহক) নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ ত্রৈমাসিক পত্রিকা সালাহউদ্দীন খুরশীদ আল-বাগদাদীর সম্পাদনায় করাচী থেকে প্রকাশিত হয়। এর প্রথম সংখ্যা ১৩৬৮/১৯৪৮ সালের অক্টোবরে বের হয়। দ্বিতীয় সংখ্যা ১৩৬৯/১৯৪৯ সালের জানুয়ারী মাসে বের হয়। পত্রিকাটি সুন্দর সাদা কাগজ, উন্নতমানের ছাপা, সচিত্র প্রতিবেদন, রকমারী প্রবন্ধের কারণে প্রথম সারির একটি আরবী পত্রিকা বলে বিবেচিত হয়। এভাবে মেক্সিকো, কলোম্বিয়া, আর্জেন্টিনা, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি অঞ্চলে আরবী সংবাদপত্র ও সাময়িকী ব্যাপক হরে প্রকাশিত হচ্ছে। ১৩৪৮/১৯২৯ সালে ঐতিহাসিক ফিলিপ তারাযী কর্তৃক প্রদত্ত এক সমীক্ষায় দেখা যায় যে তখন গোটা পৃথিবীতে সর্বমোট ৩০২৩টি আরবী পত্রিকা ও

সাময়িকী বিদ্যমান ছিলো। এদের মধ্যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ২৬৮ এবং গ্রেট ব্রিটেনে ১৪টি আরবী পত্রিকা ও সাময়িকী প্রকাশিত হতো। এদের মধ্যে অধিকাংশ অদ্যাপি বর্তমান রয়েছে এবং বেশ কিছুর অধুনা বিলুপ্তি ঘটেছে। আরবী সাংবাদিকতার ক্রমোন্নতি আরবী ভাষা-ভাষী দেশের জনগণের উপর বিরাট প্রভাব বিস্তার করে এবং আরবদের দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদী চেতনা জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। তাছাড়া একদিকে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি, সামাজিক ও রাজনৈতিক মতাদর্শ এবং সর্বোপরি বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও আবিষ্কার প্রাচ্যে বিনিময় করার ফলে আরবী ভাষা ও সাহিত্যের পুনরুজ্জীবনে আরবী সাংবাদিকতা প্রাণবন্ত ভূমিকা পালন করে।[৩৫]

বর্তমানে আরবী সাংবাদিকতা আরব ও অনারব বিশ্বে মানব জীবনের সর্বত্র প্রভাব বিস্তার করছে। এটা আরবী ভাবাবেগকেই শুধু জাগ্রত করছে না, বুদ্ধিমত্তাকেও আরো প্রখর করছে। সাহিত্যকে ব্যাপক করছে, জনগণের সাহস বৃদ্ধি করছে ; জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা সমুন্নত রেখেছে এবং তাদেরকে কঠোর পরিশ্রম ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রতি উদাত্ত আহবান জানাচ্ছে । আরবী সাংবাদিকতা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি একত্রিত করে নতুন ধারায় আরবী সংস্কৃতির ভিত্তি স্থাপন করেছে। বিশেষ করে মিসর ও সিরিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি অণুপ্রাণিত করে এবং পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণার জন্ম দেয়। আরবী সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং আরবী ভাষা ও বর্ণনার ধারা কখনো আরবী সাংবাদিকতার অবদান অস্বীকার করতে পারবে না।

তথ্যনির্দেশ

১ তু. মোঃ আবু বকর সিদ্দীক, মিসরে আরবী সাংবাদিকতা-সাহিত্যের বিকাশ, সাহিত্য পত্রিকা, বত্রিশ বর্ষ ; প্রথম সংখ্যা, কার্তিক ১৩৯৫, অক্টোবর ১৯৮৮, পৃ. ৭৩-৯৬

২ তু. P.K. Hitti, *Lebanon in History* (London, 1957), p. 465 এবং *The New Caxton Encyclopaedia* (London, 1977), Vol. 1, p. 302.

৩ তু, P, K. Hitti, *Lebanon in History* (London, 1957) P. 455; CH. Pellat এবং B, Lewis, "জারীদা", উর্দু ইসলামী বিশ্বকোষ (লাহোর: দানশগাহ পাঞ্জাব, ১৯৭১), পৃ. ১৮২-৮৩

৪ তু. CH. Pellat এবং B. Lewis, "জারীদা," উর্দু ইসলামী বিশ্বকোষ, পৃ. ১৮৩

৫ ঐ, পৃ. ১৮৫

৬ ঐ, পৃ. ১৮৬

৭ তু, P.M. Holt, "জারীদা", উর্দু ইসলামী বিশ্বকোষ, পৃ. ১৮৬-৮৭

৮ ঐ, পৃ. ১৮৬

৯ ঐ, পৃ. ১৮৬-৮৭

১০ তু. আল-ফাখূরী, হান্না, তারীখ আল-আদব আল-আরবী (বৈরুত, ষষ্ঠ সংস্করণ), পৃ. ৯১০

১১ তু,উর্দু ইসলামী বিশ্বকোষ, পৃ. ১৮৭; ইব্রাহীম আবদুহ্, তাতাওওর আল-সাহাফা আল-মিসরিয়্যা (কায়রো, ১৯৪৫)।

১২ তু, মাকসূদ আহ্মদ, "Journalism in Arabic", Journal of the Oriental Institute, (March-June 1985) Vol. 34, Nos. 3–4, P. 253–62.

১৩ ঐ, পৃ. ২৫৯

১৪ তু. উর্দু ইসলামী বিশ্বকোষ, পৃ. ১৮৭

১৫ ঐ, পৃ. ১৮৮

১৬ তু. আবদ আল-কাইয়ূম "আরবী সাহাফাৎ কী ইব্তিদা ওয়া ইরতিকা," ওরিয়েন্টাল কলেজ ম্যাগাজিন (লাহোর), ফেব্রুয়ারী ১৯৪৯, খণ্ড: ২৫, সংখ্যা: ২ ধারাবাহিক সংখ্যা ৯৬, পৃ. ২০-৪০

১৭ তু. উর্দু ইসলামী বিশ্বকোষ, পৃ. ১৮৯

১৮ তু. আব্দ আল-রায্যাক আল-হাসানী, তারীখ আল-সাহাফা আল-ইরাকীয়্যা, (বাগদাদ, ১৯৫৭), ২য় সংস্করণ

১৯ তু. উর্দু ইসলামী বিশ্বকোষ, পৃ. ১৮৯

২০ ঐ, পৃ. ১৮৯-৯০

২১ ঐ, পৃ. ১৯১

২২ ঐ, পৃ. ১৯১

২৩ ঐ, পৃ. ১৯১

২৪ ঐ, পৃ. ১৯১

২৫ ঐ, পৃ. ১৯২

২৬ ঐ, পৃ. ১৯২

২৭ ঐ, পৃ. ১৯৩

২৮ ঐ, পৃ. ১৯৩-৯৪

২৯ তু. G. Zawadowski. 'La Presse indigene de Tunisie, REI, ১৯৩৭, পৃ. ৩৫৭-৮৯

৩০ তু. উর্দু ইসলামী বিশ্বকোষ, পৃ. ১৯৪

৩১ তু. আল-বাদাভী আল-মুলাস্যাম, আল-নাতিকূনা বি আল-দ্বাদ ফী আমীরিকা আল-জুনুবিয়্যা (বৈরুত, ১৯৫৬), দ্বিতীয় খণ্ড

৩২ তু, P.K. Hitti, The Syrians in America, (New York, 1924)

৩৩ তু. আদীব মরুওওয়া, আল-সাহাফা আল-আরবীয়্যা (বৈরুত, ১৯৬০)

৩৪ তু. P.K Hitti, "জারীদা", উর্দু ইসলামী বিশ্বকোষ, পৃ. ১৯৬-৯৮; খালীল সাবাত, তারীখ আল-তাবাআ ফী আল-শারক আল-আরবী (কায়রো, ১৯৫৮); জর্জ সায়দাহ্, আদব না ওয়া উদাবাউনা ফী আল-মাহাজির আল-আমীরিকিয়্যা (বৈরুত, ১৯৫৭)

৩৫ তু. লুইস শায়খো, আল-আদাব আল-আরবিয়্যা ফী আল কারূন আল-তাসি আশার (বৈরুত, ১৯২৬), খণ্ড : ২, পৃ. ৭৫